**সরছে বাধা**
ক্যালিফোর্নিয়ায় আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে
সরানো হচ্ছে লোহার বেড়া



## জিএসটি ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা দ্বিগুণ

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ** প্রথমে নোট বাতিল এবং পরে জিএসটি চালু- মোদি সরকারের এই দুই সিদ্ধান্তে দেশজুড়ে বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ক্ষুদ্র ও ছোটো ব্যবসায়ীরা। লোকসভা নির্বাচনের আগে তাদের ক্ষতে প্রলেপ দিতে ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে জিএসটি ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হল। এতদিন বছরে ২০ লক্ষ টাকার ব্যবসা করা সংস্থাগুলিকে জিএসটি দিতে হত না। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই ধরনের সংস্থাগুলির জন্য ঊর্ধ্বসীমা ছিল বছরে ১০ লক্ষ টাকা। এবার থেকে এই ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে হল যথাক্রমে ৪০ লক্ষ এবং ২০ লক্ষ টাকা। জিএসটি কম্পোজিশন স্কিমের ক্ষেত্রেও ঊর্ধ্বসীমা ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১.৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। যেসব ব্যবসায়ী পরিসেবা এবং সরবরাহের সঙ্গে জড়িত, বছরে তাদের টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা হলে তারাও এই স্কিমের আওতায় আসবে। এই স্কিমে করছাড়ের বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কোয়ার্টার্লি কর মেটানোর পাশাপাশি বছরের শেষে একবারই আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারবেন। তবে ঊর্ধ্বসীমা আগের মতো থাকবে নাকি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে রাজ্যগুলির হাতেই। জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক শেষে এই ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জিএসটির হার কী হবে তা নির্ধারণ করতে একটি কমিটিও গড়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রের এই দুটি সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে দেশের ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি সংস্থাগুলি। সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কেরলকে ১ শতাংশ হারে সেস বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আগামী ২ বছর এই বাড়তি কর আদায় করতে পারবে দক্ষিণের এই রাজ্যটি।

## বাই বাই বললেন ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি ঃ** প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে অচলাবস্থা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থায়। অচলাবস্থা কাটাতে বুধবার ডেমোক্র্যাট নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে বৈঠক শুরুর পরই পণ্ড হয়ে যায়। অর্থবিল নিয়ে ডেমোক্র্যাট সেনেটরদের সঙ্গে সমঝোতা হয়নি ট্রাম্পের। বন্ধ সরকারি সংস্থা ও বিভাগগুলি খুলতে বলেছিলেন তাঁরা। ট্রাম্প তাঁর পুরোনো দাবিতেই অনড়। আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে দেয়ালের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবি এদিনও তোলেন ট্রাম্প। তৎক্ষণাৎ তা নাকচ করে দেন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরে টুইটারে ডেমোক্র্যাটদের বলেছেন বাই বাই।

*জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পর বিজ্ঞান ভবনে রাজস্ব সচিবের সঙ্গে সাংবাদিকদের সামনে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। - পিটিআই*

# ফের অপসারিত অলোক ভার্মা

## ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কুরসি গেল সিবিআই প্রধানের

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ** মাঝে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধান। গত মঙ্গলবার সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সিবিআই অধিকর্তার কুরসি ফিরে পেয়েছিলেন অলোক ভার্মা। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিয়োগ কমিটি তাঁর কাছ থেকে সেই কুরসি ফের কেড়ে নিল। কমিটির ১৩৫ মিনিটের ম্যারাথন বৈঠকে লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করলেও শেষপর্যন্ত তাঁর আপত্তি ধোপে টেকেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিচারপতি এ কে সিক্রি ২-১ ভোটাভুটিতে সিবিআই অধিকর্তার পদ থেকে অলোক ভার্মাকে সরানোর সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন। তাঁকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন দমকল, অসামরিক প্রতিরক্ষা ও হোমগার্ডের ডিজি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এম নাগেশ্বর রাওকে সিবিআইয়ের নতুন অধিকর্তা পদে বসানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, অলোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি সিভিসি রিপোর্টে আনা হয়েছিল সেগুলির ভিত্তিতেই তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খাড়গে অবশ্য ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে অলোক ভার্মাকে সরানোর পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর যুক্তি ছিল, ভার্মাকে আরও একটা সুযোগ দেওয়া হোক। কংগ্রেসের তরফে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে, অলোক ভার্মার বক্তব্য না শুনেই তাঁকে যেভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবারও বুঝিয়ে দিলেন, নিরপেক্ষ সিবিআই অধিকর্তাই হোন বা যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি), তিনি তদন্তের মুখোমুখি হতে কতটা ভীত। কংগ্রেসের বক্তব্য, রাফায়েল তদন্ত আটকাতেই অলোককে সরানো হয়েছে। কাজেই এই সিদ্ধান্তে তারা বিন্দুমাত্র বিস্মিত নয়।

আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণও মোদির নেতৃত্বাধীন নিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রধানমন্ত্রী রাফায়েল তদন্ত ধামাচাপা দিতেই তাড়াহুড়ো করে অলোক ভার্মাকে সরিয়ে দিলেন। সিবিআই অধিকর্তার বক্তব্য না শুনে যেভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়নি। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার, স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরি ও সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিম এই ঘটনার নিন্দা করেন। গতকাল ৭৭ দিন পর কাজে যোগ দিয়েই সিবিআইয়ের অন্তর্বর্তীকালীন অধিকর্তা নাগেশ্বর রাও যে সমস্ত আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলি রদ করে দেন। বৃহস্পতিবার সংস্থার যুগ্ম ডিরেক্টর অজয় ভাটনাগার, ডিআইজি এম কে সিনহা, ডিআইজি তরুণ গৌবা, যুগ্ম ডিরেক্টর মুরুগেসান ও সহকারী ডিরেক্টর এ কে সিনহার বদলির নির্দেশ দেন অলোক। গত মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ অলোক ভার্মাকে সিবিআই অধিকর্তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ খারিজ করে তাঁকে পুনর্বহাল করে। তবে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের নিয়োগ সংক্রান্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির হাতে। সিবিআইয়ের বিশেষ অধিকর্তা রাকেশ আস্থানার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত বছর ২৩ অক্টোবর রাতারাতি অলোক ভার্মাকে সরিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২৪ অক্টোবর সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেন অলোক।

# মামলার মুখে উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ বিল

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ** সংসদের দু'কক্ষে পাস হয়ে যাওয়ার পরেও উচ্চবর্ণের জন্য তৈরি সংরক্ষণ বিল নিষ্কণ্টক হল না। রাষ্ট্রপতির সিলমোহর পাওয়ার আগেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হল ১০ শতাংশ সংরক্ষণ বিলকে। বৃহস্পতিবার এই বিলের বিরুদ্ধে 'ইয়ুথ ফর ইকোয়ালিটি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে। সংগঠনের তরফে কৌশলকান্ত মিশ্র বলেছেন, আর্থিক ভাবে দুর্বল উচ্চবর্ণের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ বিলটি সুপ্রিমকোর্টেরই একটি রায়ের পরিপন্থী। মঙ্গলবার লোকসভা এবং বুধবার রাজ্যসভায় সংরক্ষণ বিলটি পাস হয়ে যায়। বিল নিয়ে আপত্তি ছিল না বিরোধী দলগুলিরও। তারা গৌণ কিছু বিষয়ে প্রশ্ন তুললেও সংরক্ষণের মূল নীতিকে সমর্থনই করেছিল। এ বার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের স্বাক্ষর মিললেই বিলটি কার্যকর করা যাবে। কিন্তু তার আগেই বিলটিকে চ্যালেঞ্জ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি। বিলের বিরোধিতা করে কৌশল বলেন, সুপ্রিমকোর্ট একটি মামলার রায়ে বলেছিল, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থা একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানেও সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সর্বোচ্চ কত শতাংশ করা যাবে, তা নিয়েও নির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে শীর্ষ আদালতের। একটি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট বলেছিল, সব শ্রেণি মিলিয়ে মোট সংরক্ষণ ৫০ শতাংশের বেশি করা যাবে না। নয়া সংরক্ষণ বিল এই দুটি রায়েরই বিরোধী বলে জানান কৌশল। এই রায় কার্যকর হলে সংরক্ষণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক নীতি ও কাঠামো ভেঙে পড়বে বলেও দাবি করেন ইয়ুথ ফর ইকোয়ালিটির কর্তাব্যক্তিরা।

আর্থিক ভাবে দুর্বল সাধারণ শ্রেণির নাগরিকদের জন্য চাকরি ও শিক্ষায় ১০ শতাংশ সংরক্ষণ বিল এনেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেই প্রেক্ষিতে সংসদে পাস হয়ে গিয়েছে 'সংবিধান (১২৪তম সংশোধনী) বিল, ২০১৯' শীর্ষক বিলটি। বিলের মর্মবস্তুকে সমর্থন করেও কংগ্রেস সহ অন্য বিরোধীরা কেবল আপত্তি তুলেছিল বিল পেশের সময় ও উদ্দেশ্য নিয়ে। তারা বলেছিল, চার বছর অপেক্ষা করে ঠিক লোকসভা ভোটের আগে এই বিল পেশ করে বিজেপি নির্বাচনি ফায়দা লুটতে চাইছে।

## জাভড়েকার বললেন, বাজে কথা

# অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ** সারা দেশে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে কে কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বাধীন ৯ সদস্যের কমিটি। 'নয়া শিক্ষানীতি' (নেপ) শীর্ষক রিপোর্টে কমিটি অভিন্ন শিক্ষানীতির হয়ে সওয়াল করেছে। তারা বলেছে, ভাষা, বিজ্ঞান ও অঙ্ক এবং দক্ষতাভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা— এই ত্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করতে হবে। এ ছাড়া, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও দিয়েছে তারা। কমিটি বলেছে, প্রথমত, তিন ভাষা নীতি চালু রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠ্যক্রম সারা দেশে একইরকম করতে হবে। তৃতীয়ত, আদিবাসী উপভাষা বা বাচনভঙ্গিকে প্রকাশ করার জন্য দেবনাগরী লিপি চালু করতে হবে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় পঠনপাঠনের উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরির কথাও কমিটি বলেছে। এর পাশাপাশি তারা জোর দিয়েছে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উপর। সুপারিশটি ইতিমধ্যে জমা পড়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের হাতে।

এ দিকে, কস্তুরীরঙ্গন কমিটির নয়া শিক্ষানীতি সামনে আসতেই এ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রতিবাদ উঠেছে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে। তাদের মতে, বিজেপির 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান' কৌশলের অঙ্গ হিসেবেই হিন্দি ভাষাকে সারা দেশে আবশ্যিক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদিও বিতর্কে জল ঢেলে দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকার বলেছেন, 'চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? সবে তো সুপারিশ জমা পড়েছে। এই বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। নিশ্চিন্ত থাকুন, হিন্দি ভাষা কেন কোনো ভাষাই কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। কমিটির প্রস্তাব খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা কার্যকর করা হবে কি না।' বিতর্কের জবাবে প্রকাশ জাভড়েকার আরও বলেন, 'হিন্দিকে দেশজুড়ে বাধ্যতামূলক করার কথা কস্তুরীরঙ্গন কমিটি আদৌ বলেনি। এ নিয়ে জল্পনা নিরর্থক।' কস্তুরীরঙ্গন কমিটির সুপারিশ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতেই এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলি আপত্তি জানায়। এনডিএ শরিক শিবসেনাও নয়া শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছে। ডিএমকে নেতা এ সর্বানন বৃহস্পতিবার বলেন, 'এই সরকার বরাবর সবকিছু চাপিয়ে দিতে চায়। আমরা অবশ্যই এর বিরোধিতা করব। মাতৃভাষা ছাড়া যেকোনো ভাষাই আমাদের কাছে ভিনগ্রহীর ভাষা বলে মনে হয়।' টিডিপি নেতা লঙ্কা দিনকরের বক্তব্য, 'চাপিয়ে দেওয়া হলে তা মানব না। জোর করে চাপিয়ে দিলে সমাজের ক্ষতি হবে।' রাজ ঠাকরের দল মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার নেতা সন্দীপ দেশপান্ডে বলেন, 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান নিয়ে বিজেপির বাড়াবাড়ি দেশবাসী সহ্য করবে না। তাদের সংযত হওয়া উচিত। যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে। আঞ্চলিক ভাষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব কখনই পাওয়া উচিত নয় হিন্দির।'

বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছিল ২৭ বছর আগে। ২০১৪-য় ক্ষমতায় আসার পর নয়া শিক্ষানীতি তৈরি করতে কস্তুরীরঙ্গন কমিটি গড়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান কে কস্তুরীরঙ্গনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় শিক্ষানীতি নির্মাণের। গত ৩১ ডিসেম্বর কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তারা সুপারিশ জমা দেয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে। সূত্রের খবর, নয়া শিক্ষানীতি তৈরিতে কমিটিকে নির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে।

### কমিটির সুপারিশ

- ত্রিমুখী শিক্ষানীতি
- তিন ভাষা নীতি, যাতে হিন্দি আবশ্যিক
- বিজ্ঞান ও গণিতে দেশব্যাপী অভিন্ন পাঠ্যক্রম
- আদিবাসী উপভাষা প্রকাশে দেবনাগরী লিপি
- পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় পঠনপাঠন

## মহিলা কমিশনের নোটিশেও অনড় রাহুল

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ** ভরা জনসভায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে নোটিশ পাঠাল জাতীয় মহিলা কমিশন। ওই নোটিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা প্রকাশ রাজও। রাহুল অবশ্য ওই নোটিশ সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। বুধবার ওই নোটিশ জারি হওয়ার পরই টুইটারে মোদিকে নিশানা করে রাহুল বলেছিলেন, 'আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, আমাদের সংস্কৃতিতে মহিলাদের প্রতি সম্মান জানানো শুরু হয় বাড়ি থেকেই। নড়বড়ে হওয়া ছাড়ুন। পুরুষ হয়ে উঠুন এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দিন-প্রকৃত রাফায়েল চুক্তিটি আপনি যখন বদলাচ্ছিলেন তখন কি বায়ুসেনা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রক আপত্তি জানিয়েছিল? হ্যাঁ কি না?' বৃহস্পতিবার রাফায়েলের সঙ্গেই সিবিআই অধিকর্তা অলোক ভার্মাকে সরানোর প্রসঙ্গ তুলে ফের খোঁচা দেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর প্রশ্ন, 'সিবিআই প্রধানকে সরানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী এত তাড়াহুড়ো করেছিলেন কেন? কেন নিয়োগ কমিটির সামনে সিবিআই প্রধানকে নিজের বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দেননি? উত্তর হল রাফায়েল।'

বুধবার জয়পুরে এক জনসভায় রাহুল বলেছিলেন, 'চৌকিদার ৫৬ ইঞ্চির ছাতি নিয়ে পালিয়ে যান এবং সীতারমনজি, যিনি একজন মহিলা, বলেন, আমাকে বাঁচান। আমি নিজেকে বাঁচাতে পারব না। আড়াই ঘণ্টা ধরে ওই মহিলা ওঁকে বাঁচাতে পারেননি। আমি সোজা প্রশ্ন করেছিলাম। হ্যাঁ কি না উত্তর চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি উত্তর দিতে পারেননি।' রাহুলের ওই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আপত্তি তুলে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা জানান, ওঁর উচিত মহিলাদের সম্মান করা। অবিলম্বে নিজের ব্যাখ্যা জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত ওঁর। নির্মলা সীতারমন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। যে দল দেশকে প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে সেই দলের সভাপতির কাছ থেকে এরকম মন্তব্য অনভিপ্রেত। পুরুষ হয়ে উঠুন বলতে রাহুল গান্ধি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

## বৃদ্ধা সেজে শবরীমালায় যুবতি

**তিরুবনন্তপুরম, ১০ জানুয়ারি ঃ** কনকদুর্গা, বিন্দু এবং শ্রীলঙ্কার মহিলার শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে কেরল। এর মধ্যেই ৩৬ বছর বয়সি দলিত মহিলা মঞ্জুর দাবি, গত ৮ জানুয়ারি বৃদ্ধার বেশে শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশ করেছেন এবং আয়াপ্পার পুজো দিয়েছেন তিনি। ফেসবুকে কয়েকটি ছবি এবং ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, কেরলের ছাথান্নুরের বাসিন্দা মঞ্জু দলিত মহিলা সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। এছাড়া 'রেনেসাঁ কেরল টুওয়ার্ডস শবরীমালা' ফেসবুক গ্রুপেরও সদস্য তিনি। আন্দোলনকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে মঞ্জু শবরীমালা মন্দিরে ঢোকেন, তা জানিয়ে ফেসবুকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তিনি। ওই ভিডিয়োতে মঞ্জু বলেন, আমার বয়স ৩৬। আমার মতো ঋতুমতী মহিলাকে আন্দোলনকারীরা মন্দিরে ঢুকতে দেবে না জানতাম। তাই চুলে সাদা রং করে ত্রিশূর থেকে যাত্রা শুরু করি এবং ৮ জানুয়ারি মন্দিরে ঢুকি। মন্দির চত্বরে প্রায় দু-ঘণ্টা কাটিয়েছি। অখিল ভারত আয়াপ্পা সেবা সংঘমের সদস্যরা আমাকে পুজো দিতে সাহায্য করে।